পলিসি ব্রিফ
৬৫ / ২০১৮

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সুশাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে করণীয়

দেশের অভ্যন্তরে কর্মসংস্থানের চাহিদার চাপ কমানো, বৈদেশিক মুদ্রা তথা জাতীয় আয় বৃদ্ধি এবং বিনিয়োগ ও কর্ম-অভিজ্ঞতার মাধ্যমে কারিগরি দক্ষতা বিকাশের ক্ষেত্রে বৈদেশিক কর্মসংস্থান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কনভেনশনে স্বাক্ষর ও অনুসমর্থনের মাধ্যমে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অভিবাসনের ক্ষেত্রে অভিবাসী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য নির্ভরযোগ্য সমতাভিত্তিক ও মানবিক অবস্থানকে উৎসাহিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অন্যদিকে জাতিসংঘের সদস্য-রাষ্ট্র হিসেবে 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০'-এর (এসডিজি) অন্তর্ভুক্ত "পরিকল্পিত ও সুষ্ঠু অভিবাসন নীতিমালা বাস্তবায়নসহ অপরাপর উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে সুশৃঙ্খল, নিরাপদ, নিয়মিত ও দায়িত্বশীল উপায়ে জনগণের অভিবাসন ও যাতায়াত সহজতর করা" (এসডিজি ১০.৭), "সকল প্রকার দুর্নীতি ও ঘুষ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস করা" (এসডিজি ১৬.৫), এবং "জনসাধারণের তথ্য-অধিকার নিশ্চিত করা ও মৌলিক স্বাধীনতার সুরক্ষা দান" (এসডিজি ১৬.১০) করতেও বাংলাদেশ অঙ্গীকারবদ্ধ। বাংলাদেশের 'প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৬'-এর অন্যতম লক্ষ্য শ্রম অভিবাসন পরিচালনার জন্যে একটি দক্ষ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিচালন-কাঠামো প্রবর্তন করা। পাশাপাশি এ খাতের প্রবৃদ্ধি, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির জন্য বেশ কয়েকটি আইন, বিধি ও নীতি প্রণীত হয়েছে।

শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সুশাসন বিষয়ে টিআইবি ২০১৭ সালের মার্চে একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করে যেখানে দেখা যায় যথাযথ আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সত্ত্বেও বাংলাদেশ হতে এই প্রক্রিয়ায় সুশাসনের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। পরবর্তীতে ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বরে এসডিজি অর্জনে সুশাসন সংক্রান্ত কয়েকটি লক্ষ্যে বাংলাদেশের প্রস্তুতি, বাস্তবতা ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে আরেকটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করে টিআইবি। সম্প্রতি মালয়েশিয়ার অভিবাসনকে কেন্দ্র করে সিন্ডিকেট গঠনসহ অনিয়ম-দুর্নীতির বিভিন্ন চিত্র গণমাধ্যমে উঠে এসেছে। এসব চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণের জন্য গবেষণার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে সরকার ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনের বিবেচনার জন্য এই পলিসি ব্রিফটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

শ্রম অভিবাসনের আইনি কাঠামো সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা

বাংলাদেশের শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত প্রধান আইন 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসন আইন ২০১৩'তে কয়েকটি ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট ও বাস্তবসম্মত নির্দেশনা নেই। বাংলাদেশ থেকে সংঘটিত শ্রম অভিবাসনের সবচেয়ে বড় অংশ (প্রায় ৯০ শতাংশ) ব্যক্তিগত উদ্যোগে হলেও বিষয়টি আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি, বরং অভিবাসী কর্মী পাঠানোর কর্তৃত্ব কেবল সরকারি কোনো সংস্থা ও রিক্রুটিং এজেন্টের বলে উল্লেখ করা হয়েছে, এবং কর্মসংস্থান চুক্তির দায়-দায়িত্ব রিক্রুটিং এজেন্ট ও নিয়োগকারীর ওপর যৌথ বা এককভাবে দেওয়া হয়েছে। আইনের কোনো কোনো ধারা (কর্মী বাছাই, ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ ইত্যাদি) বাধ্যতামূলক নয় বলে তা আইনের শক্তিকে খর্ব করে। যেমন, আইনের ধারা-১৮তে রিক্রুটিং এজেন্সির লাইসেন্স বাজেয়াপ্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত অভিবাসীর ক্ষতিপূরণের কথা বলা হলেও তা নির্দিষ্ট করা হয় নি। এছাড়া এ খাতে সক্রিয় 'দালাল'দের কার্যক্রম সংক্রান্ত বিষয়ও আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি।

শ্রম অভিবাসনের বিধিগুলোতেও কিছু অসংগতি লক্ষ করা যায়। বহির্গমন বিধিমালায় ইমিগ্র্যান্ট রেজিস্ট্রার ও লেবার অ্যাটাশেদের ভূমিকা ও করণীয় সম্পর্কে বলা হয়েছে, কিন্তু তাদের জবাবদিহিতার আওতায় আনার জন্যে কোনো প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ করা হয় নি। রিক্রুটিং এজেন্সি লাইসেন্স ও আচরণ বিধিমালায় অভিবাসন সম্পর্কিত অপরাধ ও অনিয়মের জন্য শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু অভিবাসীর ক্ষতিপূরণের কোনো বিধান এখানে নির্দিষ্ট করা হয় নি। এখন পর্যন্ত বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩-এর ওপর ভিত্তি করে কোনো বিধিমালা প্রণীত হয় নি, ২০০২ সালের বিধিমালাই এখনো বিদ্যমান। ফলে এখনকার বাস্তবতায় এ খাতে নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি করা সম্ভব হচ্ছে না।

শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

গবেষণার পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী বাংলাদেশ থেকে শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়া দীর্ঘ, জটিল, অনিশ্চিত, এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঢাকা-কেন্দ্রিক। বাংলাদেশ হতে শ্রম অভিবাসন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক কাঠামো হিসেবে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি অনানুষ্ঠানিক কাঠামোর অংশ হিসেবে বিদেশী রিক্রুটিং এজেন্ট, বড় ও ক্ষুদ্র ভিসা ব্যবসায়ী বা এজেন্ট, এবং দেশের ভেতরে বিভিন্ন স্তরে সক্রিয় মধ্যস্বত্বভোগী ও দালাল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

সামগ্রিকভাবে অভিবাসন প্রক্রিয়াটি অনানুষ্ঠানিক ব্যক্তি/ দালাল ও প্রক্রিয়া-নির্ভর, ফলে অভিবাসী কর্মীদের প্রতারিত ও বঞ্চিত হওয়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। অনেকক্ষেত্রেই দালালরা অভিবাসী কর্মীর সাথে আর্থিক প্রতারণা করে, দীর্ঘসময় ধরে ভিসার জন্য হয়রানি করে, এবং ভালো চাকরি বা সুযোগ-সুবিধার প্রলোভনের মাধ্যমে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করে। তথ্যের সহজলভ্যতার ঘাটতির কারণে গন্তব্য দেশে কাজের ধরন, কর্ম পরিবেশ, বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা, ভিসার মূল্য/ অভিবাসন ব্যয়ের বিভিন্ন খাত সম্পর্কে তথ্য অভিবাসী কর্মীর পক্ষে সহজে জানা সম্ভব হয় না, এবং এসব তথ্যের জন্য তারা দালালদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ভিসা বিক্রয়ে জড়িত এসব দালাল কোনো আনুষ্ঠানিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় তাদের কোনো জবাবদিহিতার ক্ষেত্র বা সুযোগ নেই। অভিবাসী কর্মীরা প্রতারিত হওয়ার পর প্রয়োজনীয় দালিলিক প্রমাণের অভাবে প্রাপ্য ও প্রকৃত ক্ষতিপূরণও পায় না।

বিভিন্ন গন্তব্য দেশে কর্মরত অন্যান্য দেশের অভিবাসী কর্মীর চেয়ে বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীর অভিবাসন ব্যয় কয়েকগুণ বেশি। উচ্চ অভিবাসন ব্যয়ের পেছনে একদিকে গন্তব্য দেশের নিয়োগদাতা ও সংশ্লিষ্ট মধ্যস্বত্বভোগীদের দুর্নীতির কারণে অনিয়ন্ত্রিত ভিসা বাণিজ্য, এবং অন্যদিকে বাংলাদেশী দূতাবাসের শ্রম উইং কর্তৃক চাহিদাপত্র সত্যায়ন সংক্রান্ত অনিয়ম ও দুর্নীতি, দেশের ভেতরে বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত সাব-এজেন্ট বা দালালদের মাধ্যমে ভিসা বিক্রি, এবং ভিসা প্রক্রিয়াকরণ পর্যায়ে রিক্রুটিং এজেন্সি ও অভিবাসী কর্মীদের কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কর্মীদের একাংশ কর্তৃক নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ আদায় উল্লেখযোগ্য কারণ হিসেবে কাজ করে।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, মালয়েশিয়ার সাথে সমঝোতা স্মারকের আওতায় ২০১৭ সালের মার্চ হতে 'জি-টু-জি প্লাস' পদ্ধতিতে কর্মী পাঠানো শুরু হলেও রিক্রুটিং এজেন্টদের সংগঠন বায়রার ১,০৫২ সদস্যের মধ্যে মাত্র ১০টি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানো হচ্ছে, যারা একটি সিন্ডিকেট হিসেবে কাজ করছে। উপরন্তু, মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানোর ব্যয় প্রাথমিকভাবে খরচ ৩৩ হাজার ৫৭৫ টাকা ও পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের অনুরোধে ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু শুরু থেকেই এই ব্যয়ের কয়েকগুণ বেশি অর্থ নেওয়া হচ্ছে, যার মধ্য থেকে সিন্ডিকেটের মালয়েশিয়ান পক্ষ ভিসাপ্রতি গড়ে ১ লক্ষ টাকা এবং বাংলাদেশি পক্ষ ভিসাপ্রতি গড়ে ৩০ হাজার টাকা কমিশন আদায় করে বলে অভিযোগ রয়েছে। ফলে মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানোর সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি একটি সিন্ডিকেটের কাছে কুক্ষিগত হওয়ায় একচেটিয়া ব্যবসার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, যা ঐ দেশে শ্রম অভিবাসন ব্যয়কে ক্রমান্বয়ে উচ্চমূল্যের ও ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলছে।

আইনি কাঠামো সংস্কার সংক্রান্ত সুপারিশ

১. 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসন আইন ২০১৩'-এ কর্মী বাছাই, ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ, ক্ষতিপূরণ প্রদান ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট ধারাগুলোকে বাধ্যতামূলক করতে হবে।

২. ব্যক্তিগত উদ্যোগে শ্রমের অভিবাসনকে আইনে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং এ সংক্রান্ত তদারকি কাঠামো তৈরি করতে হবে।

৩. দালালদেরকে জবাবদিহিতার আওতায় আনার জন্য তাদেরকে রিক্রুটিং এজেন্টদের সাব-এজেন্ট বা নিবন্ধিত প্রতিনিধি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার বিধান করতে হবে।

৪. রিক্রুটিং এজেন্সি লাইসেন্স ও আচরণ বিধিমালায় অভিবাসী কর্মীর ক্ষতিপূরণের বিধান অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৫. "অন্য যেকোনো আইনে যা-ই থাকুক না কেন, শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে এই আইন অগ্রাধিকার পাবে" এমন ধারা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৬. ২০০২ সালের বিধিমালার পরিবর্তে বর্তমান বাস্তবতার আলোকে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩-এর বিধিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত সুপারিশ

৭. ব্যক্তিগত উদ্যোগে সংগৃহীত একক ভিসার জন্য বহির্গমন ছাড়পত্র দেওয়ার ক্ষেত্রে বিএমইটি কর্তৃক 'ওয়ান স্টপ' সেবা কার্যকর করতে হবে।

৮. দলীয় ভিসা প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের অনুমতি নেওয়ার ব্যবস্থা বাতিল করতে হবে।

৯. বাংলাদেশ থেকে যেসব দেশে বেশি কর্মী যায় সেসব দেশে কর্মসংস্থান তদারকির ক্ষেত্রে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন শ্রম উইংয়ের সক্ষমতা (বাজেট, জনবল) ও দক্ষতা বাড়াতে হবে।

১০. সকল গন্তব্য দেশের ভিসা কেনা-বেচা বন্ধ করা ও অনলাইন চেকিংয়ের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে সরকারের কূটনৈতিক পদক্ষেপ জোরদার করতে হবে।

১১. মালয়েশিয়াসহ অন্যান্য দেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক চুক্তিসহ সরকারি উদ্যোগে কর্মী পাঠানোর প্রক্রিয়ায় ক্ষমতার অপব্যবহার করে যেকোনো ধরনের একচেটিয়া ব্যবসার মাধ্যমে একদিকে অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন ও অন্যদিকে গ্রাহকদের প্রতারণা ও শোষণ প্রক্রিয়া রোধ করতে হবে, এবং প্রয়োজনে গন্তব্য দেশের সরকারের সাথে এ বিষয়ে কূটনৈতিক পদক্ষেপ নিতে হবে।

তথ্য প্রাপ্তির অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা সুরক্ষা সংক্রান্ত সুপারিশ

১২. মন্ত্রণালয়, বিএমইটি, বোয়েসেল ও বায়রার ওয়েবসাইটে অভিবাসীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য (যেমন বিদেশে কাজের ধরন ও বেতন, আবাসন বা অন্যান্য ব্যয়, অভিবাসনের বৈধ প্রক্রিয়া, অভিবাসনের ব্যয়, সম্ভাব্য সঞ্চয়, বিভিন্ন প্রকার ঝুঁকি ও তার নিরসন প্রক্রিয়া, ঝুঁকি বা দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে বীমা বা অন্যান্য ক্ষতিপূরণ ও তার প্রক্রিয়া) সহজভাবে পরিবেশন করতে হবে। একইসাথে এ ধরনের তথ্য অভিবাসী কর্মী ও অভিবাসন-প্রত্যাশীদের অবগতির জন্য ব্যাপক প্রচারণা কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

১৩. বিদেশে কর্মী পাঠানোর ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে বিভিন্ন দেশের সাথে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকসমূহ এবং বিভিন্ন দেশে সরকার-নির্ধারিত অভিবাসন ব্যয়ের তথ্য জনস্বার্থে উন্মুক্ত করতে হবে।

১৪. অভিবাসন-পূর্ব বা অভিবাসন-পরবর্তী সময়ে প্রতারণা বা তথ্যের ঘাটতির কারণে উদ্ভূত সমস্যার ফলে দেশে ফেরত আসতে বাধ্য হলে সরকার-নির্ধারিত অভিবাসন ব্যয়ের ন্যূনতম পাঁচগুণ ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

১৫. অভিবাসী কর্মীদের মৌলিক অধিকার বিশেষকরে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় আইন ও নীতিমালা অনুযায়ী এবং এসডিজি ১৭.১০-এ উল্লিখিত "সুশৃঙ্খল, নিরাপদ, নিয়মিত ও দায়িত্বশীল" উপায়ে অভিবাসনের অঙ্গীকারের প্রেক্ষিতে অভিবাসী কর্মী বা অভিবাসন-প্রত্যাশীদের মৌলিক অধিকারের প্রায়োগিক বিশ্লেষণ করে বাস্তবায়নের জন্য প্রযোজ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং সহজে অভিগম্য পদ্ধতিতে তা নিয়মিত প্রকাশ করতে হবে।

পলিসি ব্রিফ প্রসঙ্গে

জাতীয় ও তৃণমূল পর্যায়ে নাগরিকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন ও সক্রিয় করা এবং দেশে দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টির লক্ষ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ১৯৯৬ সাল থেকে বহুবিধ গবেষণা, প্রচারণা, অ্যাডভোকেসি ও জনসম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় পর্যায়ে নিবিড় অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম গ্রহণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিস্তৃত নাগরিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে 'বিল্ডিং ইন্টেগ্রিটি ব্লকস ফর ইফেক্টিভ চেইঞ্জ' প্রকল্পটি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান নীতি, আইন ও নিয়ম-কানুন কার্যকর প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

টিআইবি এমন এক বাংলাদেশ দেখতে চায় যেখানে সরকার, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, নাগরিক সমাজ ও সাধারণ মানুষের জীবন হবে দুর্নীতির প্রভাব থেকে মুক্ত। এ লক্ষ্যে নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার অনুঘটনে টিআইবি গবেষণা কার্যক্রম ও তার ভিত্তিতে কার্যকর নীতি প্রণয়নে অ্যাডভোকেসি ও নাগরিক সম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই অংশ হিসেবে ধারাবাহিক ও সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর টিআইবি পলিসি ব্রিফ প্রণয়ন করে থাকে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি ০৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯। ফোন: +৮৮০ ২ ৯১২৪৭৮৮-৮৯, ৯১২৪৭৯২

ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯১২৪৯১৫, info@ti-bangladesh.org, www.ti-bangladesh.org, www.facebook.com/TIBangladesh